ত্রৈমাসিক
তথ্য সাময়িকী
২০২১ সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর । আশ্বিন-পৌষ ১৪২৮

ভেতরের পাতায়
নিয়মিত কার্যক্রমের বিবরণ ছাড়াও থাকছে

১.৭৫ লাখ তরুণের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে আসছে RAISE প্রকল্প পৃ. ০২

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর পৃ. ০২

'শেখ রাসেল দিবস ২০২১' উদযাপন পৃ. ০২

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন পৃ. ০৩

দুদকের আয়োজনে সক্রিয় অংশগ্রহণ পিকেএসএফ-এর পৃ. ০৩

বার্ষিক মূল্যায়নে 'এ প্লাস' পেল পিপিইপি প্রকল্প পৃ. ০৪

প্রবীণদের প্রাযুক্তিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগের আহ্বান পৃ. ০৫

কপ-২৬ সম্মেলনে প্রাপ্তি বিষয়ে সেমিনার পৃ. ০৬

কপ-২৬ বিষয়ক বিশেষ সাক্ষাৎকারে ড. কিউ কে আহমদ পৃ. ০৮

বিশ্বব্যাংক ভাইস প্রেসিডেন্টের ভৈরব পাদুকা ব্যবসাগুচ্ছ পরিদর্শন পৃ. ১৬

সফল মুখ পৃ. ০৪, ১২ ও ১৬

পিকেএসএফ
পিকেএসএফ ভবন
ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
ফোন: ৮৮০-২-৮১৮১৬৬৪-৬৯
ফ্যাক্স: ৮৮০-৮১৮১৬৭৮
ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org
ওয়েব: www.pksf-bd.org
facebook.com/pksf.org

পিকেএসএফ-এর সহায়তায় হালদা নদীকেন্দ্রিক উন্নয়ন
ডলফিন, কার্প মাছের পূর্ণাঙ্গ জিনোম সিকুয়েন্স উন্মোচন

পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় হালদা নদীর ৪টি কার্প জাতীয় মাছ ও ডলফিনের পূর্ণাঙ্গ জিনোম সিকুয়েন্স উন্মোচন করা হয়েছে। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি-এর সভাপতিত্বে ১৬ নভেম্বর ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত এক ভার্চুয়াল সভায় এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদান এবং একটি হ্যাচারি সম্বলিত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়।

সভায় অধ্যাপক ড. মনজুরুল কিবরীয়া এবং অধ্যাপক ড. এএমএএম জুনায়েদ সিদ্দিকী এ বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করেন। তাদের গবেষণার মাধ্যমে ওয়াইল্ড কার্পের জিন সুরক্ষা এবং গবেষণার ফলাফল কাজে লাগিয়ে অনন্য বৈশিষ্ট্যের এ ধরনের মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের পথ সুগম হবে। জিনোম সিকোয়েন্স সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত National Center for Biotechnology Information-এ জমা দেয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় পরীক্ষার পর হালদা নদীর কার্প জাতীয় মাছকে আলাদা প্রজাতি হিসেবে ঘোষিত হবে।

আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ)-এর সহঅর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থা 'আইডিএফ'-এর মাধ্যমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশের প্রথম একক নদীভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাবরেটরি' স্থাপিত হয়। সেখানেই পরিচালিত হয় এ গবেষণা।

অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্যে পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের বলেন, জাতীয় অর্থনীতিতে হালদা নদীর মাছের অবদান আনুমানিক প্রায় ৮০০ কোটি টাকা। জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের ফলে হালদা নদীর মাছের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্র্যান্ডিং এবং মাছের রোগব্যাধি নিরূপণসহ নানা বিষয়ে গবেষণার দ্বার উন্মোচিত হবে।

PACE প্রকল্পের আওতায় হালদা নদীর পরিবেশ উন্নয়নে পিকেএসএফ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের প্রভাব উল্লেখ করে অধ্যাপক ড. মনজুরুল কিবরীয়া একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন। তিনি জানান, রুই, কাতলা, মৃগেল ও কালিবাউস -- এ চারটি কার্প জাতীয় মাছের জীব বৈচিত্র্য শুধু হালদা নদীতেই আছে।

অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এএমএএম জুনায়েদ সিদ্দিকী এ গবেষণা বিষয়ে উপস্থাপনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, জিনোম সিকোয়েন্সিং থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত রেফারেন্স ডাটা হিসেবে ভবিষ্যত গবেষণায় কাজে লাগবে।

সমাপনী বক্তব্যে ড. নমিতা হালদার এনডিসি হালদা নদীভিত্তিক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান। তিনি দেশের একমাত্র প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র হালদা নদীর পরিবেশ রক্ষায় বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পিকেএসএফ-এর অব্যাহত সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

আসছে RAISE প্রকল্প

লক্ষ্য পৌনে দুই লাখ তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার কর্মসংস্থান ও সামর্থ্য বৃদ্ধি

দেশের অনানুষ্ঠানিক খাতের ক্ষুদ্র উদ্যোগে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং স্বল্পদক্ষ ও অদক্ষ তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের শোভন কর্মসংস্থানের জন্য ২৫০ মিলিয়ন ডলারের একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে পিকেএসএফ। Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২৭ অক্টোবর ২০২১ পিকেএসএফ ও বিশ্বব্যাংকের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পিকেএসএফ-এর পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি এবং বিশ্বব্যাংকের পক্ষে আবাসিক প্রতিনিধি মার্সি মিয়াং টেম্বন এতে স্বাক্ষর করেন। পাঁচ বছর মেয়াদী এ প্রকল্পে ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা দেবে বিশ্বব্যাংক এবং অবশিষ্ট ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পিকেএসএফ-এর নিজস্ব তহবিল থেকে সরবরাহ করা হবে।

ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়্যারিং প্রশিক্ষণ নিচ্ছে তরুণরা

প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ-এর ৭০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে সারা দেশের শহর ও উপশহরাঞ্চলে অবস্থিত ব্যবসাগুচ্ছভুক্ত ১.৭৫ লাখ তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার কর্মসংস্থান ও ব্যবসায় সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। এদের মধ্যে, কোভিড মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় উদ্যোগ পুনরায় সচল করতে সহজ শর্তে অর্থায়ন করা হবে। পাশাপাশি, টেকসই ক্ষুদ্র উদ্যোগ পরিচালনা, দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং রপ্তানিমুখী শিল্পাঞ্চল ও বিদেশে কর্মসংস্থানে ইচ্ছুক কারিগরি বিষয়ে দক্ষ তরুণদের বিদেশী ভাষার ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। প্রকল্পে মোট অংশগ্রহণকারীর অন্তত ৩০ শতাংশ হবেন নারী।

১৬ ও ১৭ নভেম্বর ২০২১ তারিখে একটি ভার্চুয়াল কর্মশালার আয়োজন করে বিশ্বব্যাংক। উদ্বোধনী কর্মশালায় পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে বক্তব্য প্রদান করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি এবং অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের। এছাড়া, RAISE প্রকল্পটি মাঠ পর্যায়ে দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২৩ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে ৬৮টি সহযোগী সংস্থার প্রধান নির্বাহী ও ঋণ সমন্বয়কারীদের নিয়ে অর্ধ দিবসব্যাপী একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

প্রাণিসম্পদ বিষয়ক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতে পিকেএসএফ ও বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এর মধ্যে ১৫ নভেম্বর ২০২১ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। বিএলআরআই-এর মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিল, এবং পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক একিউএম গোলাম মাওলা এতে স্বাক্ষর করেন। এর মাধ্যমে বিএলআরআই-এর প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন প্রযুক্তি ও প্যাকেজ, খামারি ও কর্মকর্তাদের সক্ষমতা উন্নয়ন, খামারি পর্যায়ে উদ্ভাবিত প্রযুক্তির অ্যাকশন রিসার্চ অংশগ্রহণসহ নানা বিষয়ে সহায়তা পাবে পিকেএসএফ।

১৭ নভেম্বর ২০২১ তারিখে পিকেএসএফ ও বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)-এর মধ্যে আরেকটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ড. নমিতা হালদার এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ, এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। ড. মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম, মহাপরিচালক, বিনা এবং পিকেএসএফ-এর সিনিয়র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব গোলাম তৌহিদ সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। সমঝোতা স্মারকের আওতায় টেকসই কৃষি উৎপাদনের লক্ষ্যে বিনা উদ্ভাবিত বিভিন্ন ফসলের বিশেষ ও উচ্চফলনশীল জাত সরবরাহ, প্রযুক্তি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত উপকরণ সরবরাহ, কারিগরি তথ্য সরবরাহ, প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর লক্ষ্যভুক্ত কৃষকদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে কার্যকর সহায়তা প্রদান করবে।

এছাড়া, পারস্পরিক অংশীদারিত্ব এবং সহযোগিতার মাধ্যমে আধুনিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তুলে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে পিকেএসএফ এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মধ্যে ২১ নভেম্বর ২০২১ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে পিকেএসএফ-এর পক্ষে সিনিয়র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম তৌহিদ এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের পক্ষে মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইউসুফ সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

‘শেখ রাসেল দিবস ২০২১’ উদযাপন

‘শেখ রাসেল: দীপ্ত জয়োল্লাস, অদম্য আত্মবিশ্বাস’ প্রতিপাদ্য নিয়ে দেশব্যাপী পালিত হয় ‘শেখ রাসেল দিবস ২০২১’। এ উপলক্ষ্যে, ১৮ অক্টোবর ২০২১ তারিখে একটি ভার্চুয়াল আলোচনা সভার আয়োজন করে পিকেএসএফ। ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি।

দিবসটি উপলক্ষ্যে বিশেষ উপস্থাপনা প্রদান করেন অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে PACE প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা 'পিএমকে' কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন টিস্যুকালচার ল্যাব পরিদর্শন করেন। এ সময় ল্যাবে উৎপাদিত জারবেরা ফুলের চারা হার্ডেনিং করার পাত্রে রোপণ, ল্যাবে উৎপাদিত উচ্চমূল্যমানের জারবেরা ফুলের চারা কৃষকদের মাঝে বিতরণ এবং উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। তার সফরসঙ্গী হিসেবে ছিলেন পিকেএসএফ-এর সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম।

LIFT কর্মসূচি পরিদর্শন

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ২৪-২৫ নভেম্বর ২০২১ তারিখে চট্টগ্রাম ও বান্দরবান জেলায় সহযোগী সংস্থা আইডিএফ এবং ইপসা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন LIFT উদ্যোগসমূহ পরিদর্শন করেন। অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের তার সফরসঙ্গী ছিলেন। LIFT কর্মসূচির আওতায় আইডিএফ কর্তৃক চট্টগ্রামের ফৌজদারহাটে স্থাপিত 'গয়ালের ব্রিডিং খামার' পরিদর্শনকালে দেয়া বক্তব্যে ড. হালদার টেকসই দারিদ্র্য দূরীকরণে সদস্য পর্যায়ে গয়াল পালনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় স্থাপিত রেড চিটাগাং ক্যাটল (আরসিসি) খামার পরিদর্শন করেন এবং আরসিসি পালনকারী সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন। এরপর, তিনি আইডিএফ কর্তৃক বান্দরবানের সুয়ালক ইউনিয়নে স্থাপিত একটি কুচিয়া হ্যাচারি পরিদর্শন করেন। ড. হালদার চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে প্রতিবন্ধীদের দক্ষতা উন্নয়নে সহযোগী সংস্থা ইপসা কর্তৃক পরিচালিত LIFT উদ্যোগ পরিদর্শন করেন এবং প্রতিবন্ধী উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন।

ড. নমিতা হালদার এনডিসি ২৭ ডিসেম্বর এবং ২৯-৩০ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলায় সহযোগী সংস্থা হীড বাংলাদেশ, নওয়াবেঁকী গণমূখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ) এবং উন্নয়ন প্রচেষ্টা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন LIFT উদ্যোগসমূহ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী ও ড. একেএম নুরুজ্জামান তার সফরসঙ্গী ছিলেন।

ড. হালদার LIFT কর্মসূচির আওতায় হীড বাংলাদেশ কর্তৃক খুলনার দাকোপে স্থাপিত সুপেয় পানির প্ল্যান্ট এবং উন্নত জাতের ভেড়ার ব্রিডিং খামার পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি সদস্যদের মাঝে উন্নতজাতের ভেড়া বিতরণ করেন।

বাহারি মাছের খামার পরিদর্শনে ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলায় সহযোগী সংস্থা এনজিএফ কর্তৃক স্থাপিত সুপেয় পানির প্ল্যান্ট পরিদর্শন করেন এবং প্ল্যান্ট হতে শুষ্ক মৌসুমে সদস্যগণের সুপেয় পানি প্রাপ্তির বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

তিনি সাতক্ষীরার তালায় সহযোগী সংস্থা উন্নয়ন প্রচেষ্টা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নত জাতের গাভী পালন ক্লাস্টার এবং উদ্যোক্তা পর্যায়ে দুধ ও দুধ প্রক্রিয়াজাত পণ্য উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। দুধের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতে ড. হালদার সদস্য পর্যায়ে দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম সম্প্রসারণের পরামর্শ প্রদান করেন।

আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস-২০২১

দুদকের আয়োজনে পিকেএসএফ-এর সক্রিয় অংশগ্রহণ

'আপনার অধিকার, আপনার কর্তব্য: দুর্নীতিকে না বলুন' -- এ প্রতিপাদ্য নিয়ে ০৯ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস-২০২১'। এ উপলক্ষ্যে, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)-এর আহ্বানে দেশের বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত দুর্নীতি বিরোধী মানববন্ধনে অংশ নেয় পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও এর বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা।

এ কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পিকেএসএফ ভবনের সামনে সকালে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি-এর নেতৃত্বে সিনিয়র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম তৌহিদ এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক একিউএম গোলাম মাওলা, মশিয়ার রহমান, ড. তাপস কুমার বিশ্বাস ও ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদসহ সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এতে অংশ নেন।

এছাড়া, রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের সামনে আয়োজিত মানববন্ধনে যোগ দেন পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের ও ড. মোঃ জসীম উদ্দিন-সহ বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা। পিকেএসএফ-এর সাংগঠনিক তৎপরতায় রাজধানীর ফার্মগেট ও মিরপুর ১০-এ দুর্নীতি বিরোধী মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দিবসটি উপলক্ষ্যে আয়োজিত মানববন্ধন ও আলোচনা সভায় পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

বার্ষিক মূল্যায়নে ‘এ প্লাস’ পেল পিপিইপিপি প্রকল্প

যুক্তরাজ্য সরকারের ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও, ভূতঃপূর্ব ডিএফআইডি) এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)-এর যৌথ অর্থায়নে বাংলাদেশের দারিদ্র্য কবলিত জেলাসমূহের নির্বাচিত ইউনিয়নসমূহে লক্ষিত অতিদরিদ্র খানাসমূহের টেকসই উন্নয়নে ‘পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল’ (পিপিইপিপি) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে পিকেএসএফ। ২০১৯ সালে যাত্রা শুরুর পর পিপিইপিপি প্রকল্পের আওতায় কর্মএলাকার অতিদারিদ্র্য বিমোচনে বিস্তৃত পরিসরে জীবিকায়ন, পুষ্টি, ও জনগোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধকরণ (কমিউনিটি মোবিলাইজেশন) কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সম্প্রতি এফসিডিও-এর ২০২১ সালের বার্ষিক মূল্যায়নে প্রকল্পটি ‘এ প্লাস’ স্কোর অর্জন করেছে। করোনা ভাইরাসের ফলে সৃষ্ট বৈশ্বিক মহামারি এবং আঞ্চলিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন ইয়াস, বন্যা, লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ প্রভৃতি প্রতিকূলতার মধ্যেই প্রকল্পের কার্যক্রম সর্বোচ্চ স্কোর অর্জন করলো। ‘এ প্লাস’ স্কোরের অর্থ হলো ‘আউটপুট প্রত্যাশাকে অতিক্রম করেছে’। ২০২০ সালের বার্ষিক মূল্যায়নেও প্রকল্পটি সমান সাফল্য অর্জন করে।

নতুন ক্যাম্পেইন: সম্ভাবনাময় নারী উদ্যোক্তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ে ‘আমরা পারি’ শীর্ষক একটি ক্যাম্পেইন শুরু করেছে প্রসপারিটি প্রকল্প। এ উদ্যোগের লক্ষ্য, স্থানীয়ভাবে সফল নারী উদ্যোক্তাদের সাফল্যের গল্প কর্মএলাকার অতিদরিদ্র সদস্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া এবং তাদের আর্থিক সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি সামাজিক ও লিঙ্গভিত্তিক প্রতিবন্ধকতাগুলোও দূর করা।

সম্প্রতি, প্রকল্পভুক্ত খানায় দম্পতিদের জেন্ডার সমতা বিষয়ে সংবেদনশীল করার লক্ষ্যে ‘আমার পরিবার আমার ফুল বাগান’ শীর্ষক দম্পতি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এছাড়া, নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি পিপিইপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত সহযোগী সংস্থাগুলো নিজ নিজ কর্মএলাকায় অতিদরিদ্র সদস্যদের কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন নিবন্ধনে সহযোগিতা প্রদান করেছে।

জয়িতা পুরস্কার পেল কমলা

বছরের পর বছর আর্থিক টানাপোড়েনে কেটেছে কমলা বেগমের। পিপিইপিপি প্রকল্পের একজন সদস্য হিসেবে ২০২০ সালে ব্রয়লার মুরগি পালনের জন্য প্রথম অনুদান পান ৩০ বছর বয়সী এই অতিদরিদ্র নারী। এ টাকায় গড়ে তোলেন ৩০টি ব্রয়লার মুরগির একটি ছোট খামার। প্রথম দুই ব্যাচে সফল হলেও এরপর ১২০টি মুরগির সবগুলোই মারা যায়। তবে, হাল ছাড়েননি কমলা। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা কোডেক থেকে ৪০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে আবার মুরগি পালন শুরু করেন। রিকশাচালক স্বামীর সহায়তা ও উৎসাহে তিনি তার সেই ছোট খামারকে এখন ক্ষুদ্র উদ্যোগে পরিণত করেছেন। এখন তার খামারে মুরগির সংখ্যা ৪০০, যার বাজারমূল্য প্রায় ৮৫,০০০ টাকা। কঠোর পরিশ্রম ও উদ্যোক্তা হিসেবে দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে ২০২১ সালে মর্যাদাপূর্ণ ‘জয়িতা’ পুরস্কার দেয় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।

সফল মুখ

গবাদিপ্রাণী পালনে ঝুঁকি প্রশমন কার্যক্রম

বাংলাদেশস্থ সুইডেন দুতাবাসের ডেপুটি হেড অফ কোঅপারেশন কোরিন হেনচজ পিগনানি ২১ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে Strengthening Resilience of Livestock Farmers through Risk Reducing Services Project (LRMP)-এর মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কোঅপারেশন-এর সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের ৩৯টি জেলায় চার লক্ষ গবাদিপ্রাণী খামারিকে বিভিন্ন সেবা প্রদান করছে পিকেএসএফ।

পিগনানি সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলায় সহযোগী সংস্থা ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত গবাদিপ্রাণীর ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প ও খামারিদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন এবং খামারি ও সেবা প্রদানকারীদের সাথে মতবিনিময় করেন।

প্রকল্পের আওতায় ১৪ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে বেসরকারি ঔষধ ও টিকা উৎপাদনকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে পিকেএসএফ ভবনে একটি মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। পিকেএসএফ এর সিনিয়র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব গোলাম তৌহিদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় দেশের শীর্ষ ১০ বেসরকারি গবাদিপ্রাণীর ঔষধ ও টিকা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, Swisscontact-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ জানান, মাঠ পর্যায়ে খামারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান, ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প আয়োজন ও সময়মতো প্রয়োজনীয় টিকা ও ঔষধ সরবরাহ নিশ্চিতে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানে তারা আগ্রহী।

পিছিয়েপড়া মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নের ব্রত নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ‘সমৃদ্ধি’

পিকেএসএফ ২০১০ সাল থেকে ‘দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)’ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কর্মসূচিটির মূলমন্ত্র হলো, দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতাকে চিহ্নিত করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা।

১৯৮ ইউনিয়নে কার্যক্রম চলমান
১৩.৩৮ লক্ষ পরিবার সরাসরি উপকৃত
প্রত্যক্ষ সদস্য সংখ্যা **৫৯.৭৪** লক্ষ

১১১টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে সদস্যদের মাঝে ২০টিরও বেশি উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১ এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-তে বিধৃত মানবকেন্দ্রিক উন্নয়নের মূল ধারণা এ কর্মসূচিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

সমৃদ্ধি প্রকাশনা

- **সমৃদ্ধির পথে পথে:** পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ‘সমৃদ্ধি’ বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে কর্মসূচিটি আরো জনবান্ধব করার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন

প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। সমৃদ্ধি ইউনিট থেকে সেইসব স্মৃতিকে ধরে রাখার উদ্দেশ্যে এসকল পরিদর্শনের আলোকচিত্র সম্বলিত ‘সমৃদ্ধির পথে পথে’ শীর্ষক একটি ফটোবুক সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

- **বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিতে ’৭১:** পিকেএসএফ এবং এর সহযোগী সংস্থাসমূহ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বছরব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন করে।

  এর ধারাবাহিকতায়, ২৪ মার্চ ২০২১ তারিখে সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত এলাকার ২০১ বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং পিকেএসএফ ও এর সহযোগী সংস্থাসমূহের ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে দায়িত্ব পালনকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও পর্ষদ সভাপতিদের নিয়ে একটি ভার্চুয়াল আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়।

  এতে অংশ নেয়া বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বক্তব্য, রচিত কবিতা ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ নিয়ে ‘বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিতে ’৭১’ শীর্ষক একটি প্রকাশনা মহান বিজয়ের মাসে প্রকাশিত হয়।

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস-২০২১

প্রবীণদের প্রাযুক্তিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কার্যকর পদক্ষেপের আহ্বান

‘ডিজিটাল সমতা, সকল বয়সের প্রাপ্যতা’ – এ প্রতিপাদ্য নিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ১ অক্টোবর ২০২১ তারিখে উদযাপিত হয় ‘আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস-২০২১’। এ উপলক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর ‘প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি’-এর আওতায় ০৪ অক্টোবর ২০২১ তারিখে একটি ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এবং সঞ্চালনা করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি।

স্বাগত বক্তব্যে ড. হালদার বলেন, পিকেএসএফ দিবসটি উদযাপন করে কারণ পিকেএসএফ সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের নিয়ে কাজ করে। দেশের বাস্তবতায় প্রবীণরা নানান দিক থেকেই সুবিধাবঞ্চিত।

মূল প্রবন্ধে পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন প্রবীণদের কল্যাণে পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ডসমূহের ওপর আলোকপাত করে বলেন, প্রবীণদের আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সংযুক্ত করতে হবে। তাহলে তারা ডিজিটাল পেমেন্ট, টেলিমেডিসিন সেবা গ্রহণসহ আরো অনেক ব্যক্তিগত কাজ অন্যের সাহায্য ছাড়াই করতে পারবেন।

সমাপনী বক্তব্যে ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩-এর যথাযথ বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে ডিজিটাল লেনদেনে আরো আগ্রহী করতে উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান তিনি।

দারিদ্র্য দূরীকরণে বহুমাত্রিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে এবং প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৬ সালে শুরু হওয়া পিকেএসএফ-এর ‘প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি’ বর্তমানে ১০২টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ২১২টি ইউনিয়নে চলমান রয়েছে।

কপ-২৬ বিষয়ক সেমিনার

৩১ অক্টোবর থেকে ১২ নভেম্বর ২০২১ তারিখে যুক্তরাজ্যের স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো শহরে Conference of the Parties (COP-26) শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এতে কারিগরি বিশেষজ্ঞ হিসেবে সরকারের পক্ষ থেকে যোগ দেন পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ।

এ সম্মেলনে আলোচিত বিষয় ও গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে করণীয় সম্পর্কে আলোচনার জন্য ৭ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে COP 26 Outcome: National and Local Perspectives শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এবং সঞ্চালনা করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ।

সেমিনারে কপ-এর ইতিহাস, কপ-২৬-এর ফলাফল, বাংলাদেশের জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে এর প্রভাব এবং পিকেএসএফ ও এর সহযোগী সংস্থাগুলোর করণীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

কপ-২৬: শ্যামনগরের কাঁকড়া হ্যাচারির কার্যক্রম সরাসরি সম্প্রচার

পিকেএসএফ-এর সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত দেশের প্রথম সফল কাঁকড়া হ্যাচারির কার্যক্রম যুক্তরাজ্যের গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত কপ-২৬-এ ০৩ নভেম্বর ২০২১ তারিখে সরাসরি প্রদর্শন করা হয়। আন্তর্জাতিক এ জলবায়ু সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান, জলবায়ু বিশেষজ্ঞ এবং পরিবেশকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগরে স্থাপিত কাঁকড়া হ্যাচারি প্রাঙ্গণ থেকে এর কার্যক্রম সরাসরি সম্প্রচার করে।

PACE প্রকল্পের কাঁকড়া চাষ ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ওপর সরাসরি সম্প্রচারিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইফাদের অ্যাসোসিয়েট ভাইস প্রেসিডেন্ট ডোনাল ব্রাউন। অনুষ্ঠানে কাঁকড়া চাষ প্রকল্পের তিনজন উদ্যোক্তা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় তাদের জীবন সংগ্রামের অভিজ্ঞতা এবং কাঁকড়া উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবারে ও সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিসহ অর্থনৈতিক পরিবর্তনের চিত্র তুলে ধরেন। এছাড়া, কাঁকড়া উপ-খাত সম্পর্কিত একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

এ অনুষ্ঠানটি সফলভাবে আয়োজন ও উপস্থাপনের জন্য ইফাদ পিকেএসএফ-কে লিখিতভাবে অভিনন্দন জানায়। লবণাক্ততাপ্রবণ উপকূলীয় সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলার মানুষ বাচ্চা

কাঁকড়া সংগ্রহের জন্য সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল ছিল। অপরিকল্পিত কাঁকড়া সংগ্রহ বিশ্বের বৃহত্তম এ ম্যানগ্রোভ বনের অনন্য জীববৈচিত্র্যের অবনতি ঘটাচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে, পিকেএসএফ ও ইফাদ-এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন PACE প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থা এনজিএফ-এর মাধ্যমে সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগরে 'কাঁকড়া হ্যাচারি পরিচালনার মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের কারিগরি প্রযুক্তি স্থানান্তর' শীর্ষক উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এখানেই পিকেএসএফ-এর সহায়তায় স্থাপিত হয়েছে দেশের প্রথম সফল কাঁকড়া হ্যাচারি।

তরুণদের কর্মসংস্থানে কাজ করছে SEIP প্রকল্প

২০১৫ সাল থেকে বাংলাদেশ সরকার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এবং Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)-এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পের অন্যতম বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে পিকেএসএফ।

বর্তমানে প্রকল্পের ৩য় ধাপের আওতায় ১৫টি ট্রেডের ওপর ২৯টি সহযোগী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে।

SEIP-এর ৩ ধাপের আওতায় ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত মোট ২৪,৬১৭ জন (নারী ৪,২৮০, পুরুষ ২০,৩৩৭) প্রশিক্ষণার্থীর নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে, প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন ২৩,৪৬১ জন এবং ১৬,৭৯২ জন কর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত হয়েছেন; কর্মসংস্থানের হার ৭২%; যার মধ্যে, ২৭২ জন বিদেশে কর্মরত রয়েছেন। এছাড়া, সুবিধাবঞ্চিত ৪০০ প্রতিবন্ধী ও ৬০০ এতিম তরুণকে প্রশিক্ষণ দেয়ার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সরকারের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

PACE প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি

সরাসরি উপকৃত হবেন আরও ১.৬৮ লক্ষ উদ্যোক্তা ও কর্মজীবী

পিকেএসএফ এবং আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ)-এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ জন্য অতিরিক্ত ১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেবে ইফাদ। বর্ধিত মেয়াদে অতিরিক্ত ১.৬৮ লক্ষ উদ্যোক্তা এবং উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সরাসরি উপকৃত হবেন। শুরুতে প্রকল্পের মেয়াদ ছিল জানুয়ারি ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত। কিন্তু বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে সরকার কর্তৃক ঘোষিত সাধারণ ছুটির কারণে প্রকল্পের সমাপনী বর্ষের কার্যক্রম বাস্তবায়ন ব্যাহত হয়।

অতিরিক্ত অর্থায়ন বিষয়ে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে সরকার এবং ইফাদের মধ্যে Financing Agreement সম্পাদিত হয়। এরপর, ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে পিকেএসএফ ও অর্থ বিভাগের মধ্যে Subsidiary Loan and Grant Agreement (SLGA) স্বাক্ষরিত হয়। পিকেএসএফ-এর পক্ষে অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের এবং অর্থ বিভাগের পক্ষে যুগ্ম সচিব সিরাজুন নুর চৌধুরি SLGA-তে স্বাক্ষর করেন।

মূল প্রকল্পের আওতায় গৃহীত/বাস্তবায়িত ৭৪টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের মধ্যে সম্ভাবনাময় ৪১টি উপ-প্রকল্প সম্প্রসারিত আকারে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত হয়েছে। বর্ধিত মেয়াদে PACE প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোগ কর্মকাণ্ডে আর্থিক পরিষেবা ও ভ্যালু চেইন কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণের পাশাপাশি ক্ষুদ্র উদ্যোগ পণ্য বিপণনে ই-কমার্স সেবা সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্যসম্মতভাবে স্থানীয় বাজার উন্নয়ন, ক্ষুদ্র উদ্যোগে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে কাজ করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, পিকেএসএফ ক্ষুদ্র উদ্যোগে অর্থায়নের পাশাপাশি বিভিন্ন সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক উপ-খাতের উন্নয়নে ভ্যালু চেইন উন্নয়ন এবং প্রযুক্তি স্থানান্তর কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে PACE প্রকল্পের আওতায়। ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন

উপকূলীয় অঞ্চলে মহিষ পালন

ব্যবসাগুচ্ছের উৎপাদন ও বিপণন কর্মকাণ্ডসমূহের প্রতিবন্ধকতা দূর করে এসব ব্যবসাগুচ্ছের উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা উন্নয়নে নানাবিধ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সম্ভাবনাময় ১৬টি কৃষি ও ১৫টি অকৃষি উপ-খাতের উন্নয়নে ৭৪টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ৩,১১,৬১৯ জন উদ্যোক্তা ও উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নানাবিধ কারিগরি, প্রযুক্তি ও বিপণন সহায়তা পেয়েছেন। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় ২৫টি প্রযুক্তি স্থানান্তর উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ৩০,৮৬৮ জন উদ্যোক্তাকে লাগসই প্রযুক্তি গ্রহণে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

প্রকল্প মূল্যায়ন

ইফাদ-এর Independent Office of Evaluation (IOE) সম্প্রতি PACE প্রকল্পের বিশেষ মূল্যায়ন সম্পন্ন করেছে। দুই সদস্যবিশিষ্ট এ দলের নেতৃত্ব দেন IOE-এর সিনিয়র ইভ্যালুয়েশন অফিসার ফুমিকো নাকাই। ৬-২১ নভেম্বর ২০২১ তারিখে তারা প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করেন। এ মূল্যায়নে ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনে প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাব প্রতিফলিত হয়।

গ্রামীণ অর্থনীতি পুনরুজ্জীবনে বিশেষায়িত নমনীয় ঋণ কার্যক্রম

কোভিড-১৯-এর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় গ্রামীণ এলাকার দরিদ্র উদ্যোক্তাদের ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবন ও আত্মকর্মসংস্থানের জন্য সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে সরকার প্রণোদনা তহবিলের আওতায় পিকেএসএফ-এর অনুকূলে ৫০০ কোটি টাকার বিশেষ অনুদান মঞ্জুরি প্রদান করে। এর সাথে পিকেএসএফ নিজস্ব তহবিল হতে আরো ১০০ কোটি টাকা যোগ করে Livelihood Restoration Loan (LRL) নামক একটি বিশেষায়িত নমনীয় ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা, প্রশিক্ষিত তরুণ, বেকার যুব এবং বিদেশ ফেরত প্রবাসী শ্রমিকদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবনসহ তাদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্য পূরণে ১২৮টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে পিকেএসএফ এ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

জুন ২০২১ পর্যন্ত সহযোগী সংস্থাগুলো পিকেএসএফ হতে গৃহীত ঋণ এবং এই ঋণ পুনঃচক্রায়নের মাধ্যমে ২.৭৪ লক্ষ দরিদ্র উদ্যোক্তার মাঝে প্রায় ৯৬৮ কোটি টাকা বিতরণ করেছে। মাথাপিছু গড় ঋণের পরিমাণ প্রায় ৩৫,৩০০ টাকা।

কমলো সার্ভিস চার্জ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহামারির প্রভাব মোকাবেলায় পিকেএসএফ-এর অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫০০ কোটি টাকার বিশেষ অনুদান বরাদ্দ প্রদান করেন। এ অর্থ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য ঋণ কার্যক্রমের বিদ্যমান নীতিমালা পরিমার্জন করা হয়।

পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ের সার্ভিস চার্জের বিদ্যমান হার ৫% থেকে কমিয়ে ০.৫০% করা হয়। অন্যদিকে, সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে সার্ভিস চার্জের হার বিদ্যমান ১৮% হতে কমিয়ে ৪% নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া, মাঠপর্যায়ে ঋণের মেয়াদকাল এক বছরের স্থলে দুই বছর নির্ধারণ করা হয়েছে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক বরাদ্দকৃত ৫০০ কোটি টাকা হতে ১ম কিস্তিতে ছাড়কৃত ২৫০ কোটি টাকা ডিসেম্বর ২০২১-এর মধ্যে নির্বাচিত ১১৮টি সহযোগী সংস্থার মধ্যেমে মাঠপর্যায়ে বিতরণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

অবশিষ্ট অর্থ দ্রুত ছাড়করণ সাপেক্ষে অল্প সময়ের মধ্যে দরিদ্র উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণ করা হবে।

কপ-২৬ বিষয়ক বিশেষ সাক্ষাৎকারে ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

পরমুখাপেক্ষী না হয়ে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় নিজেদেরই পদক্ষেপ নিতে হবে

[পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর চেয়ারম্যান, প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ **ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ** দীর্ঘ পাঁচ দশকের অধিক সময় ধরে গবেষণা, জলবায়ু পরিবর্তন ও মানবকেন্দ্রিক উন্নয়ন নিয়ে কাজ করছেন। তিনি ২০০৯ সালে দারিদ্র্য বিমোচনে গবেষণা ও বাস্তবভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য একুশে পদক পান, ২০১৯ সালে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা 'স্বাধীনতা পুরস্কার' এবং একই বছর বাংলাদেশ সরকারের 'জাতীয় পরিবেশ পদক' পান। ড. কিউ কে আহমদ এবার স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত জলবায়ু সম্মেলনে অংশ নেন। এ সম্মেলন নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলেছেন **গবেষক ও শিক্ষক শারমিনুর নাহার**]

প্রশ্ন: আপনি প্রায় প্রতিবারই জলবায়ু সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন। এবার জলবায়ু সম্মেলনের ইতিবাচক দিকগুলো কী?

খলীকুজ্জমান: আমি ২০০৯ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত প্রতি সম্মেলনে বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন দলের সমন্বয়ক হিসেবে অংশগ্রহণ করেছি। এবারের সম্মেলনে প্যারিস চুক্তির ১.৫ ডিগ্রি লক্ষ্যের পক্ষে মতৈক্য প্রতিষ্ঠা উল্লেখযোগ্য। তবে, এখনই উষ্ণায়ন ১.১ ডিগ্রীতে পৌঁছে গেছে। কাজেই শতাব্দী শেষে তা ১.৫ ডিগ্রিতে সীমিত রাখা প্রায় অসম্ভব। বনাঞ্চল ও ভূমির অবনমন ২০৩০ সালের পর আর ঘটতে দেয়া হবে না, এরকম মতও প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রশ্ন: কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ছে এবং পৃথিবী ক্রমাগত উষ্ণতর হচ্ছে, এর ফলাফল সম্পর্কে জানতে চাই।

খলীকুজ্জমান: এর ক্ষতিগুলো বা কুফল কেবল বাংলাদেশ নয়, পুরো পৃথিবীর মানুষ প্রত্যক্ষ করছে। উন্নত দেশগুলোতেও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাড়ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ আগের থেকে ঘন ঘন এবং অধিক বিধ্বংসীরূপে ঘটছে। বাংলাদেশেও ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা এবং বিশেষ করে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং নদী ভাঙন খুবই উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। অসংখ্য মানুষ এসব কারণে উদ্বাস্তু হচ্ছে।

লবণাক্ততা অনুপ্রবেশ ও জলোচ্ছ্বাসের অভিঘাত সামলাতে বেড়িবাঁধসমূহের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও অনেক ক্ষেত্রে উঁচু করা প্রয়োজন। কিন্তু তা খুবই ব্যয় সাপেক্ষ। বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের প্রয়োজন, যা সংগ্রহ করা দুরূহ ব্যাপার। উল্লেখ্য, জলবায়ু পরিবর্তন আরো খারাপ রূপ নিতে থাকলে অনেক ছোট ছোট দ্বীপরাষ্ট্র খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, অনেকগুলো হারিয়ে যেতে পারে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অন্য দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশটির জনঘনত্বের কারণে। এখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১,২০০ জনের মত মানুষ বাস করে। ফলে একই মাত্রার প্রাকৃতিক দুর্যোগে অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে অনেক বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

প্রশ্ন: এতো সমস্যার মধ্যেও কপ-২৬-এ নতুন কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি?

খলীকুজ্জমান: হয়েছে, আবার হয়নি। প্যারিস চুক্তিকে জাগিয়ে রাখা হয়েছে। প্যারিস চুক্তির সময় গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমানোর যে অঙ্গীকার পৃথিবীর সব দেশ মিলে করেছিল, তার সবকিছু বাস্তবায়িত হলেও এই শতাব্দীর শেষ নাগাদ পৃথিবী ৩.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতর হতো বলে হিসেব করা হয়েছিল। এবার যে সমস্ত অঙ্গীকার সব দেশ মিলে করেছে, তার সবকিছু বাস্তবায়িত হলে পৃথিবী এই শতাব্দীর শেষ নাগাদ ২ দশমিক ৪ ডিগ্রি উষ্ণতর হবে। এর ফলে, বিশ্বের অনেক দেশের অবস্থা লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে, অনেক ছোট ছোট দ্বীপ রাষ্ট্র সমুদ্রে তলিয়ে যেতে পারে। আগামী ৮/১০ বছর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে নিঃসরণ বিজ্ঞান নির্দেশিত পরিমাণে দ্রুত বাস্তবে কমাতে হবে। অন্যথায় জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমানোর পদ্ধতি সম্বন্ধে কয়লার ব্যবহার কমানো ও জীবাশ্ম জ্বালানিতে অদক্ষ ভর্তুকি তুলে নেয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের কথার বাস্তব প্রতিফলন কী হতে পারে, তা মোটেই পরিষ্কার নয়। এছাড়া, বনাঞ্চল ধ্বংস ও ভূমির অবনমন রোধের কথাও বলেছে ১০০-এর অধিক দেশ। তবে, এক্ষেত্রে কোন দেশ কীভাবে তা বাস্তবায়ন করবে, সেটা বলা হয়নি।

প্রশ্ন: নিট-শূন্য (Net-zero) **প্রসঙ্গে কিছু বলুন।**

খলীকুজ্জমান: নিট-শূন্য প্রসঙ্গে কোনো দেশ বলেছে, ২০৫০ সালে সেই অবস্থায় পৌঁছাবে, কোনো দেশ বলছে ২০৬০ বা ২০৭০ সালে পৌঁছাবে। নিট-শূন্য মানে একটি নির্দিষ্ট সময়ে (ধরা যাক, এক বছরে) যতোটা গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ করা হবে, ততোটা সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসি)-এর সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে এখন গ্রিন হাউজ গ্যাস যতোটা বায়ুমণ্ডলে পুঞ্জিভূত আছে তা বিগত দুই মিলিয়ন বছরে সর্বোচ্চ।

প্রশ্ন: বাংলাদেশ এ ব্যাপারে কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছে?

খলীকুজ্জমান: বাংলাদেশের গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ অতি সামান্য। পৃথিবীতে বার্ষিক যতো গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ করা হয় তা বিবেচনায় নিলে বাংলাদেশের অংশ মাত্র ০.৪৭ শতাংশ। জলবায়ু-ভঙ্গুর দেশগুলোর ফোরাম (Climate Vulnerable Countries Forum)-এর বর্তমান সভাপতি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের বাস্তবতা জোরালোভাবে তুলে ধরেছেন এবং গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অর্থায়ন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের দায়িত্বশীল ও বিজ্ঞানভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণে উন্নত বিশ্বের প্রতি জোরালো আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রশ্ন: কমানোর ক্ষেত্রে পদক্ষেপগুলো কী?

খলীকুজ্জমান: রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিমান বিদ্যুতে চালানো। বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লা ও জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমানো এবং উৎপাদন ও ভোগ প্রক্রিয়ায় গ্রিন হাউজ নিঃসরণধর্মী ব্যবস্থা বর্জন বা দ্রুত হ্রাস করা। অর্থনীতি এবং জীবনযাপন ব্যবস্থা সবুজায়নে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

প্রশ্ন: বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় নতুন কোনো পরিকল্পনা হলো কি?

খলীকুজ্জমান: কপ-২৬-এ কী ঘটেছে তার কিছুটা আঁচ দিলাম

এতোক্ষণ। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় অর্থায়ন, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ বিষয়ে তাগিদ, বার্ষিক বাজেট থেকে ট্রাস্ট ফান্ডে অর্থ প্রদান ছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য অর্থ বরাদ্দসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা ও কার্যক্রম চলমান আছে। ২০২০ রাজস্ব বছরে বাংলাদেশ বাজেট থেকে প্রায় পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ টাকা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বরাদ্দ ছিল।

আমাদের নিজেদের সম্পদ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা সংক্রান্ত প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। ২০০৯ সালে ১৫তম কপে উন্নত বিশ্ব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, ২০২০ সাল থেকে প্রতি বছর তারা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য বছরে ১০০ বিলিয়ন ডলার করে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে দেবে। কিন্তু এখন ২০২১ সাল। তাদের হিসেবেই দেখা যাচ্ছে তারা এ পর্যন্ত দিয়েছে ৮০ বিলিয়ন ডলার। আরো কথা ছিলো — এই অর্থায়নের অর্ধেক হবে প্রশমন (গ্রিন হাউজ নিঃসরণ কমানো) এবং অর্ধেক হবে অভিযোজনের জন্য। কিন্তু এযাবৎ যে অর্থ দেয়া হয়েছে, তার ৮০ শতাংশ প্রশমন এবং মাত্র ২০ শতাংশ অভিযোজনের জন্য। এই কপে অভিযোজনের জন্য অর্ধেক অর্থায়নের দাবি জোরালোভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু উন্নত বিশ্বের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে তারা ২০২৩ সালে অভিযোজনের জন্য ২০১৯ যে পরিমাণ অর্থ দিয়েছিল তা দ্বিগুণ করা হবে।

প্রশ্ন: ফান্ডিং নিয়ে প্রতিবারই অনেক বাকবিতণ্ডা হয়, এবারও হলো। কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন এবার হয়েছে কি?

খলীকুজ্জমান: এ বিষয়ে বেশ কিছু কথা ইতোমধ্যেই বলেছি। আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেন, বাংলাদেশ কী পেল? কিন্তু দেখুন, এখানে কোনো একক দেশকে কিছু দেয়া হয় না। বিষয়টা হল উন্নত দেশসমূহ উন্নয়নশীল দেশসমূহকে অর্থ দেয়। তবে তা দেয়া হয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, যেমন গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)। কোনো দেশকে এসকল প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা আনতে হলে প্রকল্প দিতে হয়। তাই বাংলাদেশকে টাকা আনতে হলে ভালো প্রকল্প প্রস্তুত করে জমা দিতে হবে।

বাংলাদেশ জিসিএফ থেকে এ পর্যন্ত সামান্য টাকা পেয়েছে। দু'ভাবে টাকা আনার ব্যবস্থা আছে। একটি হচ্ছে আন্তর্জাতিক কোনো সংস্থার (ইউএনডিপি, কেএফডব্লিউ ইত্যাদি) মাধ্যমে অথবা দেশি কোনো সংস্থা যদি জিসিএফ-এর Direct access entity হিসেবে স্বীকৃতি পায় তার মাধ্যমে। বাংলাদেশে দু'টি প্রতিষ্ঠান ডিএই হিসেবে স্বীকৃত: পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও ইডকল। এ পর্যন্ত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক কয়েকটি সংস্থা ও পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে অনুদান হিসাবে মাত্র ১০০ মিলিয়ন ডলারের মতো পেয়েছে।

প্রশ্ন: কপ-এর বড় বড় সম্মেলনে বাস্তব সমাধান আসলে কেন আসে না?

খলীকুজ্জমান: বিধি অনুযায়ী, কপ-এ অংশগ্রহণকারী সব দেশ একমত হলেই একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে। কপ-২৬-এ ১৯৭টা দেশ অংশগ্রহণ করেছে। প্রত্যেক দেশের একটি ভোট। এখানে মেজরিটি দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নেই। ফলে সব সময় সব কিছুতে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত হয় না। দ্বিতীয় সমস্যা: আলোচনা, বিশ্লেষণ এবং অবস্থান তৈরি করে বিশেষজ্ঞরা, কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় রাজনীতিবিদরা। ফলে খুব ভালো আলোচনা হলেও যখন সেটা রাজনীতিবিদদের হাতে চলে যায়, তখন বিষয়গুলো তাদের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা এবং নিজ নিজ দেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন: আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

খলীকুজ্জমান: আপনাকেও ধন্যবাদ।

ECCCP-Flood প্রকল্প

গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)-এর আর্থিক সহায়তায় পিকেএসএফ এপ্রিল ২০২০ থেকে Extended Community Climate Change Project-Flood (ECCCP-Flood) শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। ৪ বছর মেয়াদী এই প্রকল্পের মোট বাজেট ১৩.৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (জিসিএফ-এর অনুদান ৯.৬৮ মিলিয়ন ডলার ও পিকেএসএফ-এর সহ-অর্থায়ন ঋণ ৩.৬৫ মিলিয়ন ডলার)। ৫টি বন্যাপ্রবণ জেলায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে ৯০,০০০ এবং পরোক্ষভাবে আরো ১,০০,০০০ মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। প্রকল্পটির আওতায় ইতোমধ্যে ২,৩৫২টি বসতভিটা উঁচু এবং ২,২৯২টি ছাগলের মাচা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, জলবায়ুসহিষ্ণু ও উচ্চমূল্যের ফসল চাষের ২,৮৯৭টি প্রদর্শনী, ৮৭টি পরিবারের মাঝে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন এবং কমিউনিটি পর্যায়ে নিরাপদ খাবার পানির জন্য ২৮টি অগভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ: ১২-১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে ঢাকায় ৩দিন ব্যাপী Online Monitoring System and Project Progress Review শীর্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি এবং স্বাগত বক্তব্য দেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ।

GCF-Readiness Support প্রকল্প

জিসিএফ-এর আওতায় GCF-Readiness Support Project বাস্তবায়ন করছে পিকেএসএফ। জিসিএফ-এ বাংলাদেশের অভিগম্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

জিসিএফ থেকে তহবিল পেতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে GCF Modalities and Procedures শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ ১৭-২৮ অক্টোবর ২০২১ তারিখে ঢাকায় জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কেএম আলী আজম এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব ফাতিমা ইয়াসমিন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরের ২৪ কর্মকর্তা এ প্রশিক্ষণ নেন।

এছাড়া, ১৯-২২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে ECCCP-Flood প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত সহযোগী সংস্থার ৭৫ জন কর্মকর্তার জন্য Quality Implementation of Adaptation Project শীর্ষক চার দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। বগুড়ার পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে অনুষ্ঠিত এ প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি।

মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট

গ্রামীণ অর্থনীতিতে তারল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে কোভিড মহামারির নেতিবাচক প্রভাব হ্রাসে ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)-এর অর্থায়নে 'মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-এ্যাডিশনাল ফাইন্যান্সিং' প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে পিকেএসএফ।

প্রকল্পটির আওতায় মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত ৩০,০০০ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুদ্ধারে ৪২৪ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা দেয়া হচ্ছে।

২৩ ও ২৪ নভেম্বর ২০২১ তারিখে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ৯৭টি সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে Implementing Gender Inclusive Microenterprise Development Program শীর্ষক ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এডিবি-এর পক্ষে কর্মশালাটি পরিচালনা করেন নাসিবা সেলিম, সিনিয়র সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার (জেন্ডার) এবং সিনোরা চাকমা, জেন্ডার ইকুয়ালিটি এ্যান্ড সোশ্যাল ইনক্লুশন স্পেশালিস্ট।

একটি ক্ষুদ্র উদ্যোগ প্রতিষ্ঠানে কাপড়ে স্ক্রিন প্রিন্টের কাজ চলছে

প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করার লক্ষ্যে ৫-৭ ডিসেম্বর ২০২১ একটি ভার্চুয়াল রিভিউ মিশন পরিচালনা করে এডিবি। মিশন শেষে, পিকেএসএফ কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়নের সার্বিক অগ্রগতির বিষয়ে এডিবি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের পক্ষ থেকে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য উন্নত জীবন ব্যবস্থা প্রকল্প

শহরাঞ্চলে অপরিকল্পিতভাবে বসবাসরত নিম্ন আয়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আবাসন অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে পিকেএসএফ ও জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ 'স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য উন্নত জীবন ব্যবস্থা প্রকল্প' যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের ৩নং কম্পোনেন্ট (শেল্টার লেন্ডিং এন্ড সাপোর্ট) বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছে পিকেএসএফ। সাতটি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ৯,৮৫৫ সদস্যকে নতুন গৃহ নির্মাণ, পুরাতন গৃহ সংস্কার ও সম্প্রসারণ বাবদ ২,০৬৭.২১ মিলিয়ন টাকা এবং সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০২১ সময়ে নতুন ২,১০৯ জনের মাঝে ৩৮০.৬১ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এছাড়া, পিকেএসএফ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সাতটি সংস্থাকে ২২.৮০ মিলিয়ন টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

এ প্রকল্পের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা তহবিলের আওতায় কোভিড মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত সদস্যদের মাঝে ৫৫ মিলিয়ন টাকা বিতরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উল্লেখ্য, মহামারির কারণে এ প্রকল্পের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়মিত মূল্যায়নে প্রতিটি মিশনে বিশ্বব্যাংক পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত কাজের অগ্রগতি ও গুণগতমানকে 'সন্তোষজনক' হিসেবে অভিহিত করেছে।

এ সফলতার ধারাবাহিকতায় সমগ্র বাংলাদেশে আবাসন খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাক্কলিত ২,৩০০ কোটি টাকা বাজেটের 'Housing Loan for Low Income People (HLLIP)' শীর্ষক একটি নতুন প্রকল্প প্রস্তাবনা বিশ্বব্যাংকে প্রেরণ করা হয়েছে।

আবাসন কর্মসূচি

পিকেএসএফ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় নিজস্ব তহবিল হতে অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর আবাসন অবস্থার উন্নয়নের জন্য 'আবাসন ঋণ' কর্মসূচি ২০১৯ সাল হতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমানে এ কর্মসূচি ১৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ১৮টি জেলার ৩৫টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কর্মসূচির আওতায় নতুন বাড়ি নির্মাণ, পুরাতন বাড়ি সংস্কার ও সম্প্রসারণের জন্য পিকেএসএফ ১৭টি সংস্থার মাধ্যমে প্রকল্পের শুরু থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ৩,৪১০ সদস্যের মাঝে ৭৮৮.৪০ মিলিয়ন টাকা এবং সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০২১ সময়ে নতুন ৯৩৫ জন সদস্যের মাঝে ২২৬.২০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট

পিকেএসএফ-এর বিশেষায়িত শাখা সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত 'প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি'তে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্তকরণের লক্ষ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করছে।

ইউনিটের কর্মএলাকাভুক্ত সুবিধাবঞ্চিত, পিছিয়ে পড়া ও পিছিয়ে রাখা জনগোষ্ঠীকে প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপের আওতায় নিয়ে এসে তাদের 'সুবর্ণ নাগরিক কার্ড' প্রাপ্তিতে সহায়তা করা এ কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য।

৯ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস পালনের অংশ হিসেবে 'সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট' ২০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ২৪টি জেলার ৩৫টি উপজেলায় আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস পালন করে।

ক্ষুদ্র উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট ৪.৪৫ লক্ষ মানুষকে সহায়তা দিচ্ছে আরএমটিপি

ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের বিকাশে আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ)-এর অর্থায়নে রুরাল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি) বাস্তবায়ন করছে পিকেএসএফ।

ক্ষুদ্র উদ্যোগে আর্থিক পরিষেবা সম্প্রসারণের পাশাপাশি নির্বাচিত উচ্চ মূল্যমানের কৃষি পণ্যের ভ্যালু চেইনের সাথে সম্পৃক্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, উদ্যোক্তা, এবং বাজার সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের আয়, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়ন এ প্রকল্পের লক্ষ্য।

ছয় বছর মেয়াদী এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৪.৪৫ লক্ষ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, উদ্যোক্তা ও উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সরাসরি বিভিন্ন কারিগরি, প্রযুক্তি ও বিপণন সহায়তা প্রদান করা হবে।

তিনটি বৃহৎ কৃষি খাতের (প্রাণিসম্পদ ও হাঁস-মুরগী, মৎস্য চাষ, এবং শস্য ও হর্টিকালচার) বিভিন্ন উচ্চ মূল্যমানের পণ্যের উৎপাদন, বাজার সম্প্রসারণ, ব্র্যান্ডিং ইত্যাদি কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণে প্রকল্পের আওতায় ভ্যালু চেইন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পটি নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিতে উত্তম কৃষি চর্চা (GGAP) অনুসরণ, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণে HACCP অনুসরণ এবং উৎপাদিত কৃষি পণ্যের ট্রেসিবিলিটি ও সার্টিফিকেশন অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

ভ্যালুচেইন উপ-প্রকল্প

নিরাপদ মাংস ও দুগ্ধজাত পণ্য: প্রাণিসম্পদ খাতে নিরাপদ মাংস ও দুগ্ধজাত পণ্যের উপ-খাত উন্নয়নে ৮টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৮টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। এসব উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ১২ টি জেলার ৩৬ টি উপজেলার সংশ্লিষ্ট ব্যবসাগুচ্ছসমূহের ২ লক্ষ খামারী, উদ্যোক্তা এবং বাজার সংশ্লিষ্টদের বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের সার্টিফিকেশন, ট্রেসিবিলিটি ইত্যাদি নিশ্চিত করা হচ্ছে।

শস্য ও হর্টিকালচার: প্রকল্পের আওতায় শস্য ও হর্টিকালচার খাতে ১৯টি ভ্যালুচেইন উপ-প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে ৩৬টি জেলার ১.২৬ লক্ষ কৃষক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা নানাবিধ কারিগরি, প্রযুক্তি, ব্র্যান্ডিং, সার্টিফিকেশন, বাজার সম্প্রসারণ সহায়তা পাবেন।

স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে চলছে ক্ষুদ্র উদ্যোগের কার্যক্রম

এসব উপ-প্রকল্পে উচ্চমূল্যের ফল, ফসল, ফুল, সবজি ইত্যাদির ভ্যালু চেইন উন্নয়নে কাজ করা হবে।

উল্লেখ্য, পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলার শারিয়ালজোত ও দর্জিপাড়া গ্রামে পরীক্ষামূলক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের আওতায় নেদারল্যান্ডস থেকে ৪০ হাজার টিউলিপ বাল্ব এনে নির্বাচিত ৮জন কৃষকের মাধ্যমে উচ্চ মূল্যমানের টিউলিপ ফুল চাষ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ইফাদ সুপারভিশন মিশন

ইফাদ সুপারভিশন মিশন ৪-১৫ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে আরএমটিপি-এর চলমান বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়ন করে। জনাব দেওয়ান এএইচ আলমগীরের নেতৃত্বে আট সদস্যের একটি দল এই মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে।

কয়েকজন আন্তর্জাতিক পরামর্শক ভার্চুয়ালি এ মিশনে অংশ নেন। মিশনটি প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলার ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও ভ্যালু চেইন কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করে এবং মাঠ পর্যায়ে আরএমটিপি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের যুগ্ম সচিব জনাব রুখসানা হাসিন-এর সভাপতিত্বে ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে মিশনের সমাপনী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বর্জ্য কাগজ রিসাইক্লিং প্ল্যান্ট স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই

পরিবেশবান্ধব অনুশীলন আরো জোরদার করার লক্ষ্যে বর্জ্য কাগজের রিসাইক্লিং প্ল্যান্ট স্থাপনে বর্জ্য কাগজের পরিমাণ নির্ণয়, পুনর্ব্যবহার প্রক্রিয়ার সম্ভাব্যতা যাচাই, এবং খরচ-সুবিধা অনুপাত (cost-benefit ratio) অনুসন্ধানের জন্য পিকেএসএফ-এর গবেষণা ও উন্নয়ন শাখা সম্প্রতি একটি গবেষণা পরিচালনা করে।

২৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ থেকে ২৬ অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত পরিচালিত এ গবেষণায় দেখা যায় ২০২০ সালে পিকেএসএফ-এ বর্জ্যে পরিণত হওয়া কাগজের পরিমাণ ছিল ৬ টনেরও বেশি। একটি ছোট আকারের রিসাইক্লিং প্ল্যান্ট পরিচালনা করতে বছরে ৬০ টন কাগজের প্রয়োজন পড়ে।

গবেষণা প্রতিবেদনে প্রস্তাব করা হয় যে, পিকেএসএফ এবং এর সহযোগী সংস্থা যৌথভাবে এই প্রয়োজন পূরণ করতে পারে।

রোদে শুকানো হচ্ছে হাতে তৈরি কাগজ

পাশাপাশি, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি-বেসরকারি অফিসগুলোকেও এই উদ্যোগে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

প্রায় দুই লক্ষ সংগঠিত সদস্য নিয়ে এগিয়ে চলছে কৈশোর কর্মসূচি

'তারুণ্যে বিনিয়োগ টেকসই উন্নয়ন' এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জুলাই ২০১৯ হতে পিকেএসএফ-এর মূলস্রোতের আওতায় কৈশোর কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। উন্নত মূল্যবোধ এবং নৈতিকতা সম্পন্ন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলা এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। ৫৮ জেলার ৯৪৯টি ইউনিয়নে নির্বাচিত ৬৮টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। কর্মসূচির আওতায় নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত মোট ৭২৪টি কিশোর ক্লাব এবং ১,৩৮৯টি কিশোরী ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ক্লাবগুলোর মোট সদস্য সংখ্যা ৬৫,৫৪৮ জন। এছাড়া, প্রায় ১ লক্ষ ২২ হাজার সদস্য নিয়ে গঠন করা হয়েছে ১,০৪৫টি স্কুল ফোরাম। এ কর্মসূচির আওতায় সার্বিকভাবে ৪টি পরিসরে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে: (১) সচেতনতা বৃদ্ধি ও মূল্যবোধের অনুশীলন, (২) নেতৃত্ব ও জীবন-দক্ষতা উন্নয়ন, (৩) পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা এবং (৪) সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ড। সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ২০২১ সময়ে কর্মসূচির বিশেষ অর্জনসমূহ নিম্নরূপ:

- কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা ৩৫টি বাল্যবিবাহ, ৮টি যৌতুক আদায়, ৮৩টি যৌন হয়রানি এবং নারী, শিশু ও প্রবীণ নির্যাতনের ঘটনা স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করার মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে কার্যকরী উদ্যোগ নেয়।
- কিশোরী ক্লাবের ১০,৮৩৮ সদস্যের মাঝে স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ করা হয়।

- ০৯ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে ৫৮টি জেলায় কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের অংশগ্রহণে এবং অভিভাবক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস-২০২১ উদযাপন করা হয়।

এছাড়া, কর্মসূচির আওতায় সংগঠিত কিশোর-কিশোরীরা বিভিন্ন স্থানে উঠান বৈঠক, পাঠচক্র ও সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজন, পাঠাগার এবং সহযোগিতা ও সহমর্মিতা কর্নার স্থাপন, রক্তের গ্রুপ নির্ণয়, ভিটামিন-এ ক্যাপসুল ক্যাম্পেইন সফল করতে সক্রিয় অংশগ্রহণ ইত্যাদি কল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত ছিলো।

২৫ হাজার টাকা ঋণে শুরু, এখন বছরে আয় ২.৫ লক্ষ টাকা

মাত্র ২৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে রাসায়নিক সার এবং কীটনাশকমুক্ত শাকসবজি চাষ শুরু করে গৃহবধু নাসরিন এখন বছরে ২.৫ লক্ষ টাকা আয় করছেন। পিকেএসএফ এবং আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ)-এর সহযোগিতায় Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) প্রকল্পের সদস্য নাসরিনের উৎপাদিত শাকসবজি বিভিন্ন ই-প্ল্যাটফর্ম-এর মাধ্যমে সারাদেশে বিক্রি হচ্ছে।

মাত্র তিন বছর আগেও নাসরিনের পরিবার ছিল দারিদ্র্যে জর্জরিত। তার দিনমজুর স্বামী ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি। তিনি যা আয় করতেন, তা জীবনধারণের জন্য যথেষ্ট ছিল না। তাদের একটি ছোট গৃহস্থালী বাগান ছিল, যা নাসরিন নিজেই দেখাশোনা করতেন। নিজেরা খাওয়ার পর কিছু উদ্বৃত্ত সবজি তিনি স্থানীয় বাজারে বিক্রি করতেন। কিন্তু তা থেকে খুব বেশি টাকা আসতোনা। দুই মেয়ের ভরণপোষণে হিমশিম খাচ্ছিল তারা।

২০১৯ সালে নাসরিন তার পরিচিত মানুষের কাছে রাসায়নিক সার এবং কীটনাশকমুক্ত শাকসবজি চাষ সম্পর্কে জানতে পারে। পিকেএসএফ-এর PACE প্রকল্পের আওতায় সারা বাংলাদেশে গ্রামীণ পরিবারগুলোকে নিরাপদ শাকসবজি চাষ বিষয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও ঋণ দিয়ে থাকে। এভাবে পরিবারগুলোকে নিজস্ব কৃষি ব্যবসা স্থাপনে সহায়তা দিয়ে আয়ের একটি নির্ভরযোগ্য উৎস তৈরি করে।

নাসরিন প্রথমে ২৫ হাজার টাকা ঋণ দিয়ে শুরু করেন। তিনি রাসায়নিক সার এবং কীটনাশকমুক্ত নিরাপদ শাকসবজি উৎপাদন বিষয়ে বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণ নেন। এছাড়া, কীভাবে স্থানীয় বাজার ছাড়াও অনলাইন মার্কেটপ্লেস ব্যবহার করে তার উৎপাদিত সবজি সারাদেশের সকল মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে, এই বিষয়েও প্রশিক্ষণ নেন।

এরপর নাসরিন ধীরে ধীরে সবজির বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেন। এখন তিনি সারা বছর লাউ, পেঁয়াজ, মূলা শাক, সিম, ফুলকপি, টমেটো, আলু, মরিচ চাষ করে সেগুলো স্থানীয় বাজার এবং জেলা শহরে বিক্রি করেন। তিনি একটি ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মেও সক্রিয়, যা তার উৎপাদিত পণ্যগুলোকে রাজধানী ঢাকার মতো দূরের গ্রাহকদের কাছে পৌঁছাতে সাহায্য করে।

তার বড় মেয়ে এখন স্কুলে যায়। অন্য মেয়েটির এখনও স্কুলে যাওয়ার বয়স হয়নি। তার স্বামী দিনমজুরি ছেড়ে নাসরিনকে সবজি চাষে সাহায্য করেন। নাসরিন এখন পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ভবিষ্যতে, খামার সম্প্রসারণ এবং নিজেদের একটি ভালো বাড়ি তৈরির জন্য সঞ্চয় করছেন তিনি। তার এ কঠোর পরিশ্রম আর সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে সমাজের অনেকেই নিরাপদ শাকসবজি চাষ শুরু করেছে।

এসইপি: ৮০% ক্ষুদ্র উদ্যোগই পরিবেশগতভাবে টেকসই পদ্ধতি অনুশীলন করছে

সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)-এর আওতাধীন ৮০ শতাংশ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তাদের ব্যবসার জন্য অন্তত একটি পরিবেশগতভাবে টেকসই অনুশীলন গ্রহণ করে। ২১ অক্টোবর ২০২১ প্রকাশিত এসইপি-এর মধ্য-মেয়াদী মূল্যায়ন প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

স্বতন্ত্র গবেষণা প্রতিষ্ঠান পাথমার্ক অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড এ গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করে। এতে দেখা যায়, ৭৮ শতাংশ এসইপি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ভবিষ্যতে পরিবেশগত অনুশীলন চালিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ।

এ ধরনের পরিবেশগতভাবে টেকসই অনুশীলনকে সন্তোষজনক বলে মত দিয়েছে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি।

এসইপি-এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকাশনা অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের।

এতে উপস্থিত ছিলেন গবেষণা গ্রুপের টিম লিডার এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. এ কিউ এম মাহবুব; ইউন জু অ্যালিসন, জ্যেষ্ঠ পরিবেশ বিশেষজ্ঞ এবং বিশ্বব্যাংকের টাস্ক টিম লিডার; ড. তাপস কুমার বিশ্বাস, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ; জহির উদ্দিন আহমেদ, উপ-মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ এবং প্রকল্প সমন্বয়কারী, এসইপি।

স্বাস্থ্যসম্মতভাবে গবাদিপ্রাণীর বর্জ্য নিষ্কাশন পদ্ধতি পরিদর্শন

পাথমার্কের সিনিয়র উপদেষ্টা ও পরামর্শক ড. এবিএম শাহ জালাল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এম শফিকুর রহমান গবেষণা ফলাফল উপস্থাপনা করেন। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আবাসস্থলসহ কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা দৃশ্যমানভাবে উন্নতি হয়েছে বলে তারা মন্তব্য করেন। ইউন জু অ্যালিসন বলেন, সাধারণত পরিবেশগত সুবিধা দৃশ্যমান হতে অনেক সময় লাগে। এ কারণেই প্রাথমিকভাবে কম বৃদ্ধি দেখায়। কয়েক বছর পরে পরিবর্তনগুলো আরও দৃশ্যমান হবে। ড. মাহবুব জানান, বাংলাদেশে প্রায় ১০ মিলিয়ন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা রয়েছে এবং বাংলাদেশের মোট জিডিপিতে তাদের অবদান এক-চতুর্থাংশ।

তৃণমূলে আরো কার্যকরভাবে এসডিজি বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন

পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাগুলোর নির্বাহী প্রধান ও ফোকাল পার্সনদের নিয়ে ধারাবাহিকভাবে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করে পিকেএসএফ। সহযোগী সংস্থাগুলোর মধ্যে এসডিজি সম্পর্কিত ধারণা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৫ অক্টোবর ২০২১ তারিখে অনলাইনে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি। উদ্বোধনী অধিবেশন পরিচালনা করেন অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন। তাদের বক্তব্যে উন্নয়ন ও অর্থনীতি টেকসইকরণের মূল বিষয়গুলো প্রাধান্য পায়। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এমডিজি অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্যের কথা তুলে ধরে তারা এসডিজি কার্যকরভাবে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে উন্নয়ন এবং সুশাসন নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি সেলের যুগ্ম সচিব মোঃ মনিরুল ইসলাম এসডিজির লক্ষ্য, সূচক, এসডিজি ম্যাপিং এবং এমএন্ডই ফ্রেমওয়ার্ক উপস্থাপন করেন।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর উপ-পরিচালক মোঃ আলমগীর হোসেন এসডিজি-এর স্থানীয়করণ ও মূল্যায়ন কাঠামোর ওপর একটি অধিবেশন পরিচালনা করেন। এসডিজি-এর অগ্রগতি পরিমাপের প্রক্রিয়াটিও তিনি বর্ণনা করেন। এ পর্যন্ত ৭৪টি সহযোগী সংস্থার ১৪৬ জনকে এই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়নে উদ্ভাবনী কর্মপন্থা অনুসরণে উৎসাহিত করে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত 'উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০১৫' এর আলোকে ও দিক-নির্দেশনায় পিকেএসএফ কর্তৃক ৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি ইনোভেশন টিম নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ে কাজ করছে।

সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০২১ সময়ে পিকেএসএফ উদ্ভাবন বিষয়ক নিয়মিত সভার আয়োজন করা হয়।

এছাড়া, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও এর আওতাধীন সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থাসমূহের ইনোভেশন টিমের সদস্যদের অংশগ্রহণে ৮ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে একটি অনলাইন সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে ড. তৌফিক হাসান, ইনোভেশন অফিসার ও উপ-মহাব্যবস্থাপক (গবেষণা ও উন্নয়ন); কামরুন্নাহার, ব্যবস্থাপক (গবেষণা ও উন্নয়ন) এবং মো: নাজমুল হাসান, উপ-ব্যবস্থাপক (আই এন্ড টি) এ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়া, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের কাছে পিকেএসএফ-এর উদ্ভাবিত বিভিন্ন ইনোভেটিভ কর্মপদ্ধতি বিষয়ক তথ্য প্রেরণ করা হয়।

এসব কর্মপদ্ধতির মধ্যে ছিলো প্রতিবন্ধীবান্ধব ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ, জিপিএসভিত্তিক মনিটরিং অ্যাপ্লিকেশন, এবং স্মার্ট ফান্ড ট্রান্সফার।

প্রশিক্ষণ

পিকেএসএফ-এর প্রশিক্ষণ শাখা সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রশিক্ষণ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি নিয়মিতভাবে দেশি ও বিদেশি অন্যান্য সংস্থাসমূহের চাহিদা মাফিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে প্রশিক্ষণ শাখা 'অনলাইন (ভার্চুয়াল) ও অফলাইন (শ্রেণিকক্ষভিত্তিক)' ব্লেন্ডিং পদ্ধতিতেও প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ

মাঠ পর্যায়ের চাহিদার ভিত্তিতে সহযোগী সংস্থার জন্য প্রশিক্ষণ শাখা ১১টি শ্রেণিকক্ষভিত্তিক এবং ৪টি অনলাইন প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। অনলাইন কোর্সগুলোর মধ্যে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা, ক্ষুদ্র উদ্যোগ বিশ্লেষণ ও ঋণ মূল্যায়ন, মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা ও মানবীয় যোগাযোগ কৌশল বিষয়ক কোর্সের পাশাপাশি ক্ষুদ্র উদ্যোগ আর্থিক সেবার মান উন্নয়নে নতুন অনলাইন কোর্স 'ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ পণ্য সম্প্রসারণ কৌশল' চালু করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০২১ সময়ে ৬টি কোর্সে ২৩টি ব্যাচে সহযোগী সংস্থাসমূহের ৫৪৫ কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এর মধ্যে ৪টি কোর্সে ৫০৩ কর্মকর্তা অনলাইন প্রশিক্ষণ এবং ২টি কোর্সে ৪২ জন শ্রেণিকক্ষভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ

সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে পিকেএসএফ-এর মূলস্রোত ও বিভিন্ন প্রকল্পের মোট ১৪৯জন কর্মকর্তা জনবল শাখার আয়োজনে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

বিষয়	অংশগ্রহণ-কারী	সময়কাল ও ভেন্যু	আয়োজক
শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা	২৪	১৩ ও ৩১ অক্টোবর ২০২১ পরিবেশ ভবন	পরিবেশ অধিদপ্তর
Mainstreaming Nutrition in IFAD Funded Projects	২	১২ অক্টোবর ২০২১ অনলাইন	IFAD
ToT on Financial Management	১	২৬-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ SDCMU	SDCMU
M1 Certification Programme: Fundamentals, Principles and General Practices of Project Procuremen	২	১৩ সেপ্টেম্বর থেকে ০৫ নভেম্বর ২০২১ অনলাইন	IFAD
Effective Team Management	১৬	২২ নভেম্বর ২০২১ পিকেএসএফ ভবন	পিকেএসএফ
পিকেএসএফ-এর শুদ্ধাচার কার্যক্রম অবহিতকরণ	২০	১৯ ডিসেম্বর ২০২১ পিকেএসএফ ভবন	পিকেএসএফ

প্রশিক্ষণ শাখায় নতুন সংযোজন

শ্রেণিকক্ষভিত্তিক প্রশিক্ষণের আওতায় 'শিখন ভ্রমণ'-এর অংশ হিসেবে জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে পিকেএসএফ-এর প্রশিক্ষণ শাখা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃপক্ষের সরাসরি তত্ত্বাবধানে ৫টি ব্যাচে সহযোগী সংস্থার ১০২ জন কর্মকর্তা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

পিকেএসএফ কর্মকর্তাদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ চলছে

কর্মশালা (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০২১)

বিষয়	মোট অংশগ্রহণ-কারী	সময়কাল ও ভেন্যু	আয়োজক
GCF Modalities and Procedures	০৩	১৭-২৮ অক্টোবর ২০২১ জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট	জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট
National Agricultural Marketing Policy 2021	০১	০৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
Procurement	৮০	১৫ ডিসেম্বর ২০২১ পিকেএসএফ ভবন	পিকেএসএফ

ইন্টার্ন কার্যক্রম

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে পিকেএসএফ অনলাইনে ইন্টার্নশীপ সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০২১ সময়কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের ৪ জন শিক্ষার্থী এবং Bangladesh University of Professionals (BUP)-এর ১জন শিক্ষার্থী তাদের ইন্টার্নশীপ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছেন। এছাড়া, বর্তমানে নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের একজন শিক্ষার্থীর ইন্টার্নশীপ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মৃত কর্মকর্তার চূড়ান্ত দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি

মোহাঃ শরিফুল ইসলাম, অফিসার (আইটি), পিকেএসএফ ০৭ এপ্রিল ২০২১ তারিখে ইন্তেকাল করেন। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি ২২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে শরিফুল ইসলামের সাথে পিকেএসএফ-এর চূড়ান্ত দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত পত্র তার স্ত্রী মোসাঃ আফরোজা বেগম-এর নিকট হস্তান্তর করেন।

পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র

ঋণ বিতরণ (পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা)

জুলাই ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ২৬.৩২ বিলিয়ন (টেবিল-২) টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৪৬০.৭৭ বিলিয়ন (টেবিল-১) টাকা এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.৪২ ভাগ। নিচে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ফাউন্ডেশনের ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতির সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

টেবিল ১: ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ ও ঋণস্থিতির তথ্য (পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা)

কর্মসূচি/প্রকল্প	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ (মিলিয়ন টাকায়) (ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত)	ঋণস্থিতি (মিলিয়ন টাকায়) (৩১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে)
মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ		
জাগরণ	১৬২৫০৬.১৯	২১৮৯২.৫৬
অগ্রসর	৮৬৩২৫.৮৬	১০৬৩১.৩৩
সুফলন	১০৯০৫১.১০	৫৫৭২.০০
বুনিয়াদ	৩০১০০.৭০	৩৪৬৯.৩৪
সাহস	১০১৪.২০	১০.০০
কেজিএফ	১২৫৮১.৫০	১০৭১.০০
সমৃদ্ধি	১০৬৪৬.৫৩	৩৪০৬.২৯
এলআরএল	৬০০০.০০	৫০২৩.১০
লিফট	২০৯২.২১	৫১৪.৬২
এসডিএল	৬৭৩.৫০	১৯৯.৮৫
আবাসন	৮২৫.০০	৭২৮.০৭
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	৫৪৩৮.১৪	১০৮০৭.৯৮
মোট (মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ)	**৪২৭২৫৪.৯২**	**৬৩৩২৬.১৩**
প্রকল্পসমূহ		
ইফরাপ	১১২২.৫০	১৩.৬৯
এফএসপি	২৫৮.৭৫	০.০০
এলআরপি	৮০৩.৮০	০.৫৫
এমএফএমএসএফপি	৩৬১৯.৬০	৯০.৯০
এমএফটিএসপি	২৬০২.৩০	৩.০০
পিএলডিপি	৫৯৩.৯১	০.০০
পিএলডিপি-২	৪১৩০.১৯	৮৭.৪৭
এলআইসিএইচএসপি	১৭০৮.০০	১৩৮০.১১
অগ্রসর-এমডিপি	১১৫৮০.৬৬	৮৬১৪.০১
অগ্রসর-এসইপি	৬০৭৫.০০	৪০৯৮.৮০
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	১০২৪.৪৭	৩২৮.৬৪
মোট (প্রকল্পসমূহ)	**৩৩৫১৯.১৯**	**১৪৬১৭.১৭**
সর্বমোট	**৪৬০৭৭৪.১১**	**৭৭৯৪৩.৩০**

টেবিল ২: ঋণ বিতরণ তথ্য (পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থা-ঋণ গ্রহীতা

ঋণ বিতরণ ২০২১-২০২২ অর্থবছর (মিলিয়ন টাকায়)		
কার্যক্রম/প্রকল্প	**পিকেএসএফ-সহ. সংস্থা (জুলাই'২১- ডিসেম্বর'২১)**	**সহ. সংস্থা-ঋণগ্রহীতা (জুলাই'২১-আগস্ট'২১)**
জাগরণ	৬৪৮৮.২০	২০৫১০.৬১
অগ্রসর	৬৩৪২.৫০	১৬৭৩৯.৩২
বুনিয়াদ	১৬২৮.৫০	৭৩৭.৩৭
সুফলন	৪৫৯২.৫০	৬৮৫০.৩০
কেজিএফ	৯১৭.০০	৪৮১.১৮
লিফট	০.০০	২০৫.০৭
সমৃদ্ধি	৩৮৩.৭০	৬০৯.৮৬
এলআরএল	২৫৭০.০০	১১৭৩.৮৮
অগ্রসর-এমডিপি	১৫৯৭.০০	১৫৩৪.৪৩
অগ্রসর-এসইপি	৯২৮.০০	৪০৮.৫৮
এলআইসিএইচএসপি	২১৫.৯০	৮৯.৭৯
আবাসন	৪১৫.০০	২৪.২৩
অন্যান্য	২৩৭.৪৫	৭৫০৭.৩৭
মোট	**২৬৩১৫.৭৫**	**৫৬৮৭১.৯৮**

ঋণ বিতরণ (সহযোগী সংস্থা-ঋণ গ্রহিতা সদস্য)

২০২১-২০২২ অর্থবছরে (আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত) পিকেএসএফ থেকে প্রাপ্ত তহবিলের সহায়তায় সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে মোট ৫৬.৮৭ বিলিয়ন (টেবিল-২) টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

এই সময় পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ ৪৬৭১.২৬ বিলিয়ন টাকা এবং ঋণগ্রহীতা হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.০০ ভাগ।

আগস্ট ২০২১ মাসে সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা সদস্য পর্যায়ে ঋণস্থিতির পরিমাণ ৩৭৩.২৫ বিলিয়ন টাকা। একই সময়ে সদস্য সংখ্যা ১৫.৪৮ মিলিয়ন, যার মধ্যে ৯০.৭৪ শতাংশই নারী।

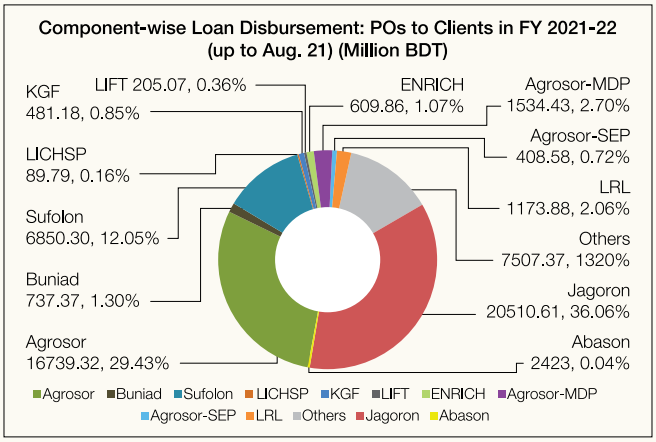

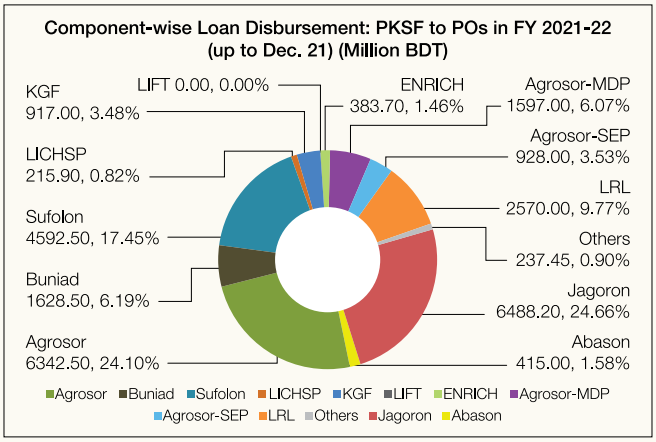

বিশ্বব্যাংক ভাইস প্রেসিডেন্টের ভৈরব পাদুকা ব্যবসাগুচ্ছ পরিদর্শন

বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের ভাইস প্রেসিডেন্ট হার্টউইগ শেফার ৮ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরবে পাদুকা ব্যবসাগুচ্ছের ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহ পরিদর্শন করেন। এ সময় তার সাথে ছিলেন ড. নমিতা হালদার এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ; মার্সি মিয়াং টেম্বন, কান্ট্রি ডিরেক্টর, বিশ্বব্যাংক; মোঃ ফজলুল কাদের, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ; বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ।

বিশ্বব্যাংক এবং পিকেএসএফ-এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)-এর আওতায় সহযোগী সংস্থা 'পপি'-এর মাধ্যমে পিকেএসএফ ভৈরবে পাদুকা প্রস্তুতকারী ব্যবসাগুচ্ছের ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহকে সহযোগিতা করে আসছে। এখানে দশ হাজারের বেশি পাদুকা প্রস্তুতকারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা রয়েছে যারা প্রতিদিন প্রায় দুই লক্ষ জোড়া পাদুকা তৈরি করে থাকে। এ ব্যবসাগুচ্ছটি ইতোমধ্যে প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান করেছে।

পরিদর্শন শেষে, হার্টউইগ শেফার ভৈরব পাদুকা ব্যবসাগুচ্ছে এসইপি প্রকল্পের কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, এ প্রকল্পে সম্পৃক্ত হতে পেরে বিশ্বব্যাংক গর্বিত।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি বলেন, "কোভিড-১৯ মহামারির কারণে যে সকল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের জন্য অর্থায়ন প্রক্রিয়া আমরা সহজতর করেছি। আমরা শুধু অর্থায়নে সীমাবদ্ধ না থেকে কর্মক্ষেত্রের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে ভূমিকা রাখতে চাই।"

নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রচেষ্টা ও উদ্দীপনার প্রশংসা করে মার্সি মিয়াং টেম্বন বলেন, "এরা শুধু নিজেদের জন্যই কাজ করছে না, বরং অন্য নারীদের জন্যও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে। পিকেএসএফ দেশব্যাপী এ প্রকল্পের মাধ্যমে একটি চমৎকার কাজ করছে।"

সভায় এসইপি কর্মসূচির কর্মপরিধি, বিশেষ করে পাদুকা প্রস্তুতকারী ব্যবসাগুচ্ছে প্রকল্পের ভূমিকা বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা প্রদান করেন মোঃ ফজলুল কাদের।

শহীদুলের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প

রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলার ধোরসা গ্রামের বাসিন্দা শহীদুল ইসলাম (৪২)। স্নাতকোত্তর পাশ শহীদুল ৫ সদস্যের মধ্যবিত্ত সংসারের হাল ধরতে একটি উপযুক্ত চাকরির জন্য বছরের পর বছর ধরে চেষ্টা করছিলেন। চাকরি না পেয়ে হতাশায় এক সময় আত্মহত্যার কথাও ভেবেছিলেন শহীদুল। এরপর ২০১৮ সালে এক বন্ধুর সহযোগিতায় শুরু করেন কার্পজাতীয় মাছের মিশ্র চাষ। কিন্তু মাছ চাষে সঠিক কারিগরি জ্ঞান না থাকায় ২০২০ সালে হঠাৎ করে প্রচুর মাছ মারা যায়। করোনাকালে এমন দুর্যোগে দিশেহারা শহীদুলের সাথে পরিচয় হয় পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা শতফুল বাংলাদেশ-এর 'সমন্বিত কৃষি ইউনিট'-এর মৎস্য কর্মকর্তাদের। তারা পুকুরের পানি ও মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, স্বল্প ব্যয়ে মাছের খাদ্য প্রস্তুতিসহ মাছ চাষের বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন।

শহীদুল শতফুল বাংলাদেশ থেকে ১ লক্ষ টাকা ঋণ নেন এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ফলে, মহামারির মধ্যেও সফলভাবে মাছের উৎপাদন ও আয় বাড়াতে সক্ষম হন শহীদুল। পরের বছরই তিনি আবার ১.৫ লক্ষ টাকা ঋণ নেন এবং নতুন আরেকটি পুকুর লিজ নিয়ে মাছ চাষ করেন। যেখানে বিগত বছর গুলোতে এক মৌসুমে (৬ মাস) মাছের উৎপাদন হতো গড়ে ৩.৫ টন, সেখানে এ বছর উৎপাদন হয়েছে প্রায় ৫.৭ টন। সব খরচ বাদ দিয়ে তার লাভ হয়েছে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা।

আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ শহীদুলের জীবন বদলে দিয়েছে, বাঁচিয়ে দিয়েছে একটি পরিবারকে।

বুক পোস্ট

পিকেএসএফ তথ্য সাময়িকী

উপদেশক : ড. নমিতা হালদার এনডিসি
মোঃ ফজলুল কাদের

সম্পাদনা পর্ষদ : মোঃ মাহফুজুল ইসলাম শামীম, সুহাস শংকর চৌধুরী
মাসুম আল জাকী, সাবরীনা সুলতানা